তারিখ 25 MAY 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যুগান্তর

বিভিন্ন স্থানে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে আহত ২০০

যুগান্তর ডেস্ক

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ২য় শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীতে অবমূল্যায়নের প্রতিবাদে সারাদেশে ব্যাপক বিক্ষোভ-ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের। একটি জাতীয় দৈনিকে এ ধরনের খবর প্রকাশের পর সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও বেসরকারি আইআইটিবি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা সারাদেশে তাণ্ডব চালায়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ২ শতাধিক আহত হয়েছে। পুলিশ কমপক্ষে ৪৫ জনকে আটক করেছে। এদিকে পদমর্যাদা নিয়ে কোন রকম বিভ্রান্ত না হয়ে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নিজ নিজ কাজে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছে ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)।

বৃহস্পতিবার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সামসুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়। এতে বলা হয়, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়া আহত : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

আহত : পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে— সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এমন এক ভুল সংবাদে বিভিন্ন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সঙ্গে আইডিইবি ঘোষিত সাত দফা দাবি আদায়ের চলমান আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। আইডিইবির নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর হীন উদ্দেশ্যে এই অপপ্রচার চালানো হয়েছে। এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক সংবাদে উত্তেজিত না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আইডিইবি আহ্বান জানিয়েছে। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বরিশাল ব্যুরো : ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীতে অবমূল্যায়নের প্রতিবাদে বরিশালে ব্যাপক বিক্ষোভ-ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ চালিয়েছে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা। এ সময় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৫ রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত ২৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দ্রুত একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হবে। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পদমর্যাদা সরকার ২য় শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীতে অবমূল্যায়ন করেছে বলে একটি গুজব উঠেছে। এরই জের ধরে চট্টগ্রামে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শিক্ষার্থীরা ব্যাপক বিক্ষোভ করে। তাদের দেখাদেখি বরিশালেও বিক্ষোভ মিছিল বের করে শিক্ষার্থীরা।

বগুড়া ব্যুরো : প্রথম আলো পত্রিকায় ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়ার খবরে বগুড়া সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও বেসরকারি আইআইটিবি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্ররা তাণ্ডব চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ, টায়ার জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ, ২৫টি যানবাহন ভাংচুর, পুলিশ লাইন ও আশপাশে বিভিন্ন অফিস এবং পুলিশের গাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করা হয়েছে। ছাত্ররা পুলিশকে লক্ষ্য করে ৭/৮টি ককটেল বিস্ফোরণ করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ অন্তত ৩০টি টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। ছাত্রদের শান্ত করতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে গেলে তাদের ওপরও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। ছাত্রদের হামলায় সদর থানার এসি (তদন্ত) আতিয়ার রহমান, গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই'র কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, অধ্যক্ষ প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফাসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে হামলার সঙ্গে জড়িত থাকায় ১৪ শিক্ষার্থীকে আটক করেছে। অধ্যক্ষ ২৮ মে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। বিকাল ৫টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দিলে শিক্ষার্থীরা চলে যায়। পুলিশ বলেছে, সরকারি পলিটেকনিকের সামনে বিধিবহির্ভূতভাবে স্থাপন করা আইআইটিবি পলিটেকনিকের মালিক সবুর শাহ লোটাসের উস্কানিতে এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। তবে লোটাস এ অভিযোগ দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছেন। বিকালে এ খবর পাঠানোর সময় পুলিশের পক্ষে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছিল।

পাবনা : বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্লাস বর্জন ও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা। তারা দুপুর আড়াইটা থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত পাবনা-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। দুপুর ২টার দিকে পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

এক পর্যায় শিক্ষার্থীরা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে সড়কে নেমে আসে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মহাসড়কের শিমলা মোড় থেকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে। ফলে পাবনা-ঢাকা, পাবনা-ঈশ্বরদী ও রাজশাহীর সঙ্গে ২ ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সড়কে ইট, গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি ফেলে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। প্রায় ২ ঘণ্টা অবরোধ শেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মাগুরা : বৃহস্পতিবার মাগুরায় সড়ক অবরোধকে কেন্দ্র করে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ১৫ রাউন্ড টিয়ারশেল, ৫ রাউন্ড রাবার বুলেট ছুড়েছে। সংঘর্ষে মাগুরা পলিটেকনিকের ছাত্র, সাংবাদিক, পুলিশ ও যানবাহনের যাত্রীসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ও বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মাগুরা-ঝিনাইদহ সড়কে মাগুরা পলিটেকনিকের সামনে টায়ারে আগুন, গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করে ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা অটোরিকশা ও বিআরটিসির একটি বাসে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রাম পলিটেকনিকেল কলেজের ছাত্ররা বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে লাঠি মিছিল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটায়। এ সময় ১০ জন আহত হয়। পরে তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় কুড়িগ্রাম-রংপুর এবং কুড়িগ্রাম-ভুরুঙ্গামারী সড়ক অবরোধ করে। অপরদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাটের প্রতিবাদে পৌরবাজার ব্যবসায়ী সমিতি সন্ধ্যা ৬টা থেকে কুড়িগ্রাম-চিলমারী সড়ক অবরোধ করে।

ময়মনসিংহ ব্যুরো : ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহে বিক্ষোভ, ভাংচুর ও সড়ক অবরোধ করেছে। এ সময় শিক্ষার্থীরা একটি ট্রাক ও একটি বাস ভাংচুর এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করলে প্রায় আধাঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

এ খবর মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছলে মোটর শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের দিকে এগিয়ে এলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রায় আধাঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিজয়নগরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেছে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ইসলামপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সকালে ইন্সটিটিউটের কয়েকশ' শিক্ষার্থী প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে মহাসড়কে অবস্থান নেয়।

সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত অবরোধের কারণে সড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজট দেখা যায়। পরে ইউএনও ড. আশরাফুল আলম এবং ইন্সটিটিউট অধ্যক্ষ মোঃ মতিউর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

কক্সবাজার : কক্সবাজার পলিটেকনিক কলেজছাত্রদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে পুলিশসহ কমপক্ষে অর্ধ শতাধিক ছাত্র ও পথচারী আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ফাঁকা গুলিবর্ষণ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এ সময় কক্সবাজার-চট্টগ্রাম-টেকনাফ মহাসড়কে ২ ঘণ্টা ধরে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। পুলিশ সংঘর্ষ